নবীগণের যুগে মিলাদুন্নবী

১। আদম (আঃ)-এর যুগে মিলাদ

প্রত্যেক নবী নিজ নিজ যুগে আমাদের প্রিয়নবী ও আল্লাহর প্রিয় হাবীবের আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। হযরত আদম (আঃ) তাঁর প্রিয় পুত্র ও প্রতিনিধি হযরত শীস (আঃ) কে নূরে মোহাম্মদীর তাজীম করার জন্য নিম্নোক্ত অসিয়ত করে গেছেনঃ

اَقْبَلَ اٰدَمُ عَلٰى اِبْنِهٖ شِيْثَ فَقَالَ اَىْ بُنَىَّ اَنْتَ خَلِيْفَتِىْ مِنْ بَعْدِىْ فَخُذْهَا بِعِمَارَةِ التَّقْوٰى وَالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى فَكُلَّمَا ذَكَرْتَ اللّٰهَ فَاذْكُرْ اِلٰى جَنْبِهٖ اِسْمَ مُحَمَّدٍ فَاِنِّىْ رَاَيْتُ اِسْمَهٗ مَكْتُوْبًا عَلٰى سَاقِ الْعَرْشِ وَاَنَا بَيْنَ الرُّوْحِ وَالطِّيْنِ ثُمَّ اِنِّىْ طُفْتُ السَّمٰوٰتِ فَلَمْ اَرٰى فِى السَّمٰوٰتِ مَوْضِعًا اِلَّا رَاَيْتُ اِسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوْبًا عَلَيْهِ وَاِنَّ رَبِّىْ اَسْكَنَنِىَ الْجَنَّةَ فَلَمْ اَرٰى فِى الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً اِلَّا وَجَدْتُ اِسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوْبًا عَلَيْهِ وَلَقَدْ رَاَيْتُ اِسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوْبًا عَلٰى نُحُوْرِ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَعَلٰى وَرَقِ قَصَبِ لِجَامِ الْجَنَّةِ وَعَلٰى وَرَقِ شَجَرَةِ طُوْبٰى وَعَلٰى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَعَلٰى اَطْرَافِ الْحُجُبِ وَبَيْنَ اَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ فَاَكْثِرْ ذِكْرَهٗ فَاِنَّ الْمَلَائِكَةَ مِنْ قَبْلُ تَذْكُرُهٗ فِىْ كُلِّ سَاعَاتِهَا (زُرْقَانِىْ عَلَى الْمَوَاهِبِ)

অর্থ ঃ "আদম (আঃ) আপন পুত্র হযরত শীস (আঃ) কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে প্রিয় বৎস! আমার পরে তুমি আমার খলিফা। সুতরাং এই খেলাফতকে তাকওয়ার তাজ ও দৃঢ় একিনের দ্বারা মজবুত করে ধরে রেখো। আর যখনই আল্লাহর নাম জিকির (উল্লেখ) করবে, তাঁর সাথেই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামও উল্লেখ করবে। তাঁর কারণ এইঃ আমি রূহ ও মাটির মধ্যবর্তী থাকা অবস্থায়ই তাঁর পবিত্র নাম আরশের পায়ায় (আল্লাহর নামের সাথে) লিখিত দেখেছি। এরপর আমি সমস্ত আকাশ ভ্রমণ করেছি। আকাশের এমন কোন স্থান ছিলনা যেখানে মোহাম্মদ (দঃ)-এর নাম অঙ্কিত পাইনি। আমার রব আমাকে বেহেস্তে বসবাস করতে দিলেন। বেহেস্তের এমন কোন প্রাসাদ ও কামরা পাইনি যেখানে মোহাম্মদ (দঃ)-এর নাম লেখা ছিলনা। আমি মোহাম্মদ (দঃ)-এর নাম আরও লিখিত দেখেছি সমস্ত হুরদের স্কন্ধ দেশে, বেহেস্তের সমস্ত বৃক্ষের পাতায়, বিশেষ করে তুবা বৃক্ষের পাতায় পাতায় ও ছিদরাতুল মোন্তাহা বৃক্ষের পাতায় পাতায়, পর্দার কিনারায় এবং ফেরেস্তাগণের চোখের মনিতে ঐ নাম অঙ্কিত দেখেছি। সুতরাং হে শীস! তুমি এই নাম বেশী বেশী করে জপতে থাক। কেননা, ফেরেস্তাগণ পূর্ব হতেই এই নাম জপনে মশগুল রয়েছেন"। (জুরকানী শরীফ)। উল্লেখ্য যে, সর্বপ্রথম দুনিয়াতে ইহাই ছিল জিকরে মিলাদুন্নবী (দঃ)।